শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের অর্থে স্নাতক (পাশ) ও

সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা, রবিবার, ৩০ জুন ২০১৩, ১৬ আষাঢ় ১৪২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের অর্থে স্নাতক ও সমপর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের প্রথম উপবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি আজ খুব আনন্দিত যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড থেকে আমরা সর্বপ্রথম ছাত্রীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করতে যাচ্ছি। প্রথম পর্যায়ে ১ লাখ ৩৩ হাজার ৭২৬ জন ডিগ্রি ও সমপর্যায়ের ছাত্রীর মধ্যে মোট ৭৫ কোটি ১৫ লাখ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

আমরা এতদিন প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন খাত থেকে উপবৃত্তি দিয়ে আসছিলাম। দেখা গেছে, প্রকল্প সমাপ্ত হলে তাঁর কর্মসূচি বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া দাতাগোষ্ঠির নানা শর্ত থাকে। এসব কারণে সকল ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি সহায়তা দেয়া সম্ভব হয় না।

মাধ্যমিক পর্যায় শেষ করে মেয়েরা যাতে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে, সে জন্য আমরা স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত উপবৃত্তিসহ বিনা বেতনে পড়াশুনার ব্যবস্থা করার অঙ্গীকার করেছিলাম।

দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন। তাই এ কার্যক্রমকে উন্নয়ন বাজেট নির্ভর না করে আমরা একটি ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে অর্থায়নের সিদ্ধান্ত নেই। এ লক্ষ্যে ‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছে। ১০০০ কোটি টাকার সিডমানি দিয়ে এ ফান্ডের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে এ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলে নারীশিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নের পথে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হবে।

আমরা এমন একটি ব্যবস্থা করে যেতে চাই যাতে ডিগ্রি পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়ে উপবৃত্তি পেতে পারে। শর্তের বেড়াজালে পড়ে কোন দরিদ্র শিক্ষার্থী যাতে বাদ না পড়ে।

আমাদের যাত্রা শুরু হল মাত্র। ‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' আরও বড় হবে। ট্রাস্ট ফান্ডে আরও টাকা জমা হবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় আগামীতে আমরা আরও বড় তহবিল গঠন করতে সক্ষম হব। শুধু ছাত্রীদের নয়, আগামীতে আমরা দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদেরও এই ট্রাস্ট থেকে উপবৃত্তি সহায়তা দেব। কোন শিক্ষার্থী বাদ যাবে না।

সুধিবৃন্দ,

শিক্ষার উন্নয়নে অতীতে অনেকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু বিগত সাড়ে ৪ বছরে আমরা যা করেছি, স্বাধীনতার ৪২ বছরে তা কেউ করতে পারেনি।

স্বাধীনতার পর পরই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষার উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৫৫ হাজার ২৩ জন শিক্ষক-কর্মচারিসহ ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন।

জাতির পিতার আজীবনের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমাদের এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক এবং বাস্তবমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে জনসম্পদে পরিণত করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

আমাদের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে প্রকৃত শিশু ভর্তির হার ২০০৫ সালের ৮৭ দশমিক ২ শতাংশ বেড়ে বর্তমানে প্রায় ৯৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

গত জানুয়ারি মাসে আমরা প্রায় ২৬ হাজার ২০০ বিদ্যালয়কে পর্যায়ক্রমে সরকারিকরণের ঘোষণা দিয়েছি। যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। এরফলে প্রায় ১ লাখ ৪ হাজার কর্মরত শিক্ষক কর্মচারি উপকৃত হবেন। আমরা জাতীয় বাজেটে অব্যাহতভাবে শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের সরকারের সময় শিক্ষাক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরফলে সবার জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।

প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত দেশের সকল শিক্ষার্থীর হাতে বছরের প্রথম দিনই রঙিন পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। চলতি বছর প্রায় ২৭ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়া বন্ধ করার কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছি। প্রাইভেট কোচিং বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

চলতি বছর মেধার ভিত্তিতে কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এরফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মৌলিক চিন্তার বিকাশ ঘটছে।

আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও অষ্টম শ্রেণীর জন্য জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা চালু করেছি। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণের পর স্বল্প সময়ের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীদের অহেতুক সময় অপচয় বন্ধ হয়েছে।

আমরা সাড়ে ৫ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ হাজারের অধিক মাদ্রাসা ও দেড় হাজার কলেজের অবকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা করেছি। ইতোমধ্যে ২ হাজার ৭১৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এবং ১২৫টি মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মাণ শেষ হয়েছে। কাজ চলছে আরও ১ হাজারেরও অধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩২৫টি মাদ্রাসা এবং ৬০০টি কলেজ ভবনের। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ পানি ও প্রয়োজনীয় সেনিটেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০ হাজার ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগসহ একটি করে ল্যাপটপ ও একটি করে মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ করা হচ্ছে।

আমরা শিক্ষকদের সামাজিক ও পেশাগত সম্মান বৃদ্ধি করেছি। সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের পদমর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তায় উন্নীত করা হয়েছে।

উপবৃত্তির জন্য মনোনীত ছাত্রীবৃন্দ,

তোমরা যারা উপবৃত্তির জন্য মনোনীত হয়েছ, আমি তোমাদের অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করব তোমরা স্নাতক পর্যায় অতিক্রম করে অনেকদূর এগিয়ে যাবে। দেশের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আমি বিশ্বাস করি, তোমরাই পারবে সকল কূপমূন্ডুকতা ও অশুভশক্তি দূর করতে।

নারীকে নতুন করে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে। এই অপশক্তি থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত থেকে বের হয়ে এসে পিছিয়ে পড়া এ জাতির হাল তোমাদের ধরতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এ জাতির উন্নতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব না। বিশ্বের বুকে নিজেকে এবং এদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে তোমাদের এগিয়ে আসতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের সরকারের জনবান্ধব কর্মসূচির ফলে বিগত সাড়ে চার বছরে দেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব মন্দা সত্ত্বেও গত তিন বছরের গড় প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩ হাজার ২০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় সাড়ে ৬ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ৯২৩ মার্কিন ডলার। প্রায় ৫ কোটি মানুষ দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। সারাদেশে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠির সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগে নামিয়ে এনে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের শান্তিপূর্ণ দেশে পরিণত করতে আমরা ‘রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন করছি।

আজকের শিক্ষার্থীরাই একদিন দেশকে নেতৃত্ব দিবে। এজন্য তাদেরকে সফল মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, ইনশাআল্লাহ।

সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি উপবৃত্তি বিতরণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।